# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮


**তারিখ:০৪.০৪.২০২৬**

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

## চট্টগ্রামকে হেলদি সিটি হিসেবে গড়তে বেসরকারি খাতকেও এগিয়ে আসতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রামকে একটি সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য “হেলদি সিটি” হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।শনিবার চট্টগ্রামে এসপেরিয়া হেলথ কেয়ার লিমিটেড আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। অনুষ্ঠানে এসপেরিয়া হেলথ কেয়ার লিমিটেডে কর্মরত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, কর্পোরেট প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সুধীজন উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক মানের রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে নগরবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।মেয়র বলেন, “একটি আধুনিক ও মানবিক নগর গড়তে শুধু অবকাঠামো উন্নয়ন যথেষ্ট নয়, নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক মানের ডায়াগনস্টিক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো এই লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।”তিনি আরও বলেন, বর্তমান বিশ্বে অসংক্রামক রোগ যেমন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিডনি রোগ ও ক্যান্সারের প্রকোপ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তকরণ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গড়ে তোলার বিকল্প নেই।মেয়র উল্লেখ করেন, “চট্টগ্রামকে হেলদি সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে আমাদের প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসপেরিয়ার মতো প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক মানের সেবা দিয়ে এই উদ্যোগকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারে।”তিনি বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ইতোমধ্যে নগরবাসীর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে নগরজুড়ে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করা, মশক নিধন কার্যক্রম শক্তিশালী করা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর সেবা সম্প্রসারণ এবং নগরজুড়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা। এছাড়া স্কুলভিত্তিক স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমও জোরদার করা হয়েছে বলে জানান তিনি।মেয়র বলেন, “আমরা একটি সমন্বিত স্বাস্থ্যবান নগর গড়ে তুলতে কাজ করছি, যেখানে নাগরিকরা সহজে স্বাস্থ্যসেবা পাবে, পরিবেশ হবে পরিচ্ছন্ন এবং জীবনযাত্রা হবে স্বাস্থ্যসম্মত। তবে এই লক্ষ্য অর্জনে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, চিকিৎসক সমাজ এবং সচেতন নাগরিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।”

## ঈদের শিক্ষার আলোকে সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্য বৃদ্ধি করতে হবে– মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রামের চকবাজার এলাকার চাঁন্দ মিয়া মুন্সী লেইন ডিস অফিস সংলগ্ন মাঠ প্রাঙ্গণে শনিবার পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের আনন্দে আয়োজিত পারিবারিক মিলন মেলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। অনুষ্ঠানটি স্থানীয় জনগণ ও সুধীজনদের মধ্যে আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, “ঈদ উদযাপন কেবল পারিবারিক আনন্দের জন্য নয়, এটি সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ। ঈদ সমাজের বৈষম্য ও ধনী দরিদ্রের ব্যবধান দূর করে। ঈদের শিক্ষার আলোকে সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্য বৃদ্ধি করতে হবে। এ ধরনের মিলনমেলা এবং সাংস্কৃতিক আয়োজন নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। আমরা চাই চট্টগ্রামবাসী উৎসবকে সামাজিক বন্ধন ও ঐক্যের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করুক।” তিনি আরও বলেন, “আমাদের লক্ষ্য চট্টগ্রামকে একটি সুস্থ, সচেতন, পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য নগর হিসেবে গড়ে তোলা। এজন্য শুধু অবকাঠামো উন্নয়ন নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। এই ধরনের আয়োজন মানুষকে একত্রিত করে এবং নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে।”উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এবং পশ্চিম বাকলিয়া ডিসি রোড আংশিক চান মিয়া মুন্সী লেইন সমাজ কমিটির সভাপতি এমদাদুল হক বাদশা এবং সমাজ কমিটির সদস্য সচিব লায়ন এম এ মান্নান। সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় ছিলেন সাদ্দামুল হক সাদ্দাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য আলহাজ্ব সামশুল আলম।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রতিদিন সম্পাদক আয়ান শর্মা, মহানগর বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাউছার লাবু, এম এ হালিম বাবলু, নাসির উদ্দিন চৌধুরী নাসিম, কামাল উদ্দীন, জিয়াউল হক মিন্টু, জাহেদুল হক জাকু, মোহাম্মদ জাহেদুল হক, জাবেদুল হক জাবেদ, ইসমাইল হোসেন লেদু, মোহাম্মদ সেলিম, মোঃ হাসান, মোঃ সোহেল, মোঃ নুর উদ্দিন, রাজিব ধর তমাল, ডাঃ রাজীব বিশ্বাস, মনসুর সওদাগর, মোস্তফা আলম কিশোর, আবদুল আউয়াল, শওকত খান

দুলাল, সফিউল বশর সাজু, ইনজামামুল হক, সালাউদ্দিন বাপ্পি, মোহাম্মদ জাহেদ, মোঃ রায়হান, মোহাম্মদ রহিম মিনু, ইঞ্জিনিয়ার সাহেদ, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, মোঃ জহির উদ্দিন, রিয়াজ শিকদার, মোঃ মোরশেদ আলম, মোঃ ইনান, সানজিদুল হক জিদান, মোহাম্মদ ইরফান উদ্দিন, মোহাম্মদ জাকির এবং অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি। অনুষ্ঠানটি মিলনমেলা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে আনন্দ, সামাজিক সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

## চট্টগ্রামে ‘ডেভ কেয়ার ফাউন্ডেশন’-এর ‘সু-স্বাস্থ্য’ কার্যক্রমের উদ্বোধন করলেন মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রামে সাশ্রয়ী ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ‘ডেভ কেয়ার ফাউন্ডেশন’-এর উদ্যোগে ‘সু-স্বাস্থ্য: সেবা নিন, সুস্থ থাকুন’ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে নগরীর ও.আর. নিজাম রোডস্থ চট্টগ্রাম হেলথ পয়েন্ট হাসপাতাল সংলগ্ন কার্যালয়ে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তসলিম উদ্দীন, ডা. সেখ ফজলে রাব্বি, ডাঃ ম. রমিজ উদ্দিন চৌধুরী এবং ডাঃ খুরশিদ জামিল চৌধুরী। আয়োজকরা জানান, ‘সু-স্বাস্থ্য’ কার্যক্রমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জন্য সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে।প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, “নগরবাসীর দোরগোড়ায় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টা ডঅপরিহার্য। ‘ডেভ কেয়ার ফাউন্ডেশন’-এর এ ধরনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং সময়োপযোগী।” তিনি আরও বলেন, “বর্তমান সময়ে অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের বিকল্প নেই। জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ সম্ভব, যা স্বাস্থ্যখাতের ওপর চাপ কমাতে সহায়ক হবে।”মেয়র বলেন, “চট্টগ্রামকে একটি সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য নগর হিসেবে গড়ে তুলতে সিটি কর্পোরেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে নাগরিকদের সচেতনতা এবং সামাজিক উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি-বেসরকারি সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।”

## চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির মতবিনিময় সভায় ডা. শাহাদাত হোসেন
## চট্টগ্রামের উন্নয়নে বিএনপির তৃণমূল নেতৃবৃন্দকে ভূমিকা রাখতে হবে

চট্টগ্রাম নগরীর উন্নয়নে এবং আসন্ন বর্ষায় জনদুর্ভোগ লাঘবে ড্রেন নালা পরিষ্কার রাখা, জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং ঝুঁকিপূর্ণ ম্যানহোল চিহ্নিতকরণসহ স্থানীয় সমস্যা সমাধানে বিএনপির তৃণমূল নেতৃবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতা চেয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।শনিবার (৪ এপ্রিল) বিকেলে নগরীর লালখান বাজারস্থ পিটস্টপ রেস্টুরেন্টে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি, থানা ও ওয়ার্ড ভিত্তিক নেতৃবৃন্দের সাথে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এসব কথা বলেন। মেয়র ওয়ার্ড পর্যায়ে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রথমত, সব নালা নর্দমা দ্রুত পরিষ্কার করে পানি চলাচল সচল রাখা। দ্বিতীয়ত, ভাঙা বা অনুপস্থিত স্লাবগুলো চিহ্নিত করে তালিকা প্রণয়ন ও ছবি সংগ্রহ করা। তৃতীয়ত, খোলা ম্যানহোলের ঢাকনা নিশ্চিত করা এবং চতুর্থত, প্রয়োজন অনুযায়ী ডাস্টবিন স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, আমাদের সামনে বর্ষাকাল। বিগত বছরগুলোতে আমরা দেখেছি, ম্যানহোলের ঢাকনা বা স্লাব না থাকার কারণে অনেক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই শহর আমাদের, এই পরিবারগুলো আমাদের। তাই জনগণের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আপনাদের নিজ নিজ ওয়ার্ডের প্রতিটি অলিগলিতে যেখানে স্লাব নেই বা ম্যানহোল খোলা আছে, সেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে ছবিসহ দ্রুত আমাদের জানান। তিনি বলেন, আমাদের নেতা, রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমানের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতি শনিবার নিজ নিজ আঙিনা ও এলাকা পরিষ্কার রাখতে হবে। আগামী দুই মাস আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নালাগুলো ক্লিন রাখা, যাতে বৃষ্টির পানি সচল থাকে। এছাড়া ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহের জন্য যে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হতো, তা আমরা বাতিল করেছি। এখন চসিকের নিজস্ব কর্মীরাই কাজ করছে। আপনাদের এলাকায় ডাস্টবিনের প্রয়োজন থাকলে বা পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে কোনো সমস্যা হলে সরাসরি অবহিত করুন।উন্নয়ন প্রকল্প প্রসঙ্গে মেয়র তৃণমূল নেতাদের সুখবর দিয়ে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনায় এবং অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং এলজিআরডি মন্ত্রীর ঐকান্তিক সহযোগিতায় জলাবদ্ধতা নিরসনে নালা পরিষ্কারের জন্য ২০ কোটি এবং খালের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এই অর্থ দ্রুত কাজে লাগিয়ে নগরবাসীকে স্বস্তি দিতে হবে। এছাড়া নতুন একটি ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে। আপনাদের এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা যা তালিকায় বাদ পড়েছে, সেগুলোর তালিকা দ্রুত জমা দিন যাতে আমরা বরাদ্দ নিশ্চিত করতে পারি। নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে মেয়র কঠোর বার্তা দিয়ে বলেন, প্রতিটি কাজ একটি সুনির্দিষ্ট ডিসিপ্লিন ও ডেকোরামের মধ্য দিয়ে হতে হবে। কোনো ধরনের ইনডিসিপ্লিন সহ্য করা হবে না। সাংগঠনিকভাবে ওয়ার্ড ভিত্তিক তালিকার মাধ্যমে জনসেবা নিশ্চিত করতে হবে। হাতে সময় খুব কম, আগামী ৫৫ দিনের মধ্যে আমাদের এই উন্নয়ন ও পরিচ্ছন্নতার কাজগুলো দৃশ্যমান করতে হবে।চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব নাজিমুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির শ্রম সম্পাদক এ এম নাজিম উদ্দীন, মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর, যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ মিয়া ভোলা, আলহাজ্ব এম এ আজিজ, এস এম সাইফুল আলম, কাজী বেলাল উদ্দিন, সফিকুর রহমান স্বপন, হারুন জামান, নিয়াজ মোহাম্মদ খান, আর ইউ চৌধুরী শাহিন, শওকত আজম খাজা, ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, আহম্মেদুল আলম চৌধুরী রাসেল, শিহাব উদ্দিন মুবিন, মনজুরুল আলম চৌধুরী মন্জু, আহবায়ক কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট মফিজুল হক ভূঁইয়া, ইকবাল চৌধুরী, জয়নাল আবেদীন জিয়া, এস. এম আবুল ফয়েজ, আবুল হাসেম, ইসকান্দর মির্জা, জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, মুজিবুল হক, মো. মহসিন, মো. খোরশেদুল আলম, মো. সালাউদ্দিন, মো. কামরুল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন লিপু, মামুনুল ইসলাম হুমায়ুন, মশিউল আলম স্বপন, মো. জাফর আহম্মদ, এ. কে. খান, গাজী আইয়ুব, মাহবুব রানা, এম. এ সবুর, নুরু উদ্দিন হোসেন নুরু, মোহাম্মদ আজম, মো. আশ্রাফুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইউছুপ সহ থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং ওয়ার্ড বিএনপির আহবায়ক, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক ও সদস্য সচিববৃন্দ।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮